সংবাদ

তারিখ 21 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

স্কুল ভর্তিতে ডিসিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করুন

সরকারি হাইস্কুলের ভর্তি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ডিসিদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন জেলার সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তারা অভিযোগ করেন, প্রায় ১৪ বছর আগে গঠিত 'সরকারি হাইস্কুল ম্যানেজিং কমিটি' বর্তমানে কার্যকর না থাকলেও এই কমিটির সভাপতি হিসেবে ডিসিরা স্কুলের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করছেন।

সংবাদ জানিয়েছে, গত বুধবার প্রথমবারের মতো মাউশি রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের আগে দেশের সর্বমোট ৩৩১টি সরকারি হাইস্কুলের প্রধানের কাছে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় ও বিরাজমান সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করা হয়। এতে ১৫ থেকে ২০টি জেলার সরকারি হাইস্কুল ডিসিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছে। যার মধ্যে ভর্তি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ডিসিদের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের অভিযোগই প্রাধান্য পেয়েছে। দেশের সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে প্রথম এই জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করায় মাউশি ধন্যবাদ পেতে পারে। কারণ মাঠ পর্যায় শিক্ষায় ও শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার নীতিনির্ধারণে অনেক বেশি কাজে লাগবে। দ্বিতীয়ত, ডিসিদের সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের অভিমত এবং অভিযোগ আমরা সমর্থন করি।

এটা ঠিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে একটি রেগুলেটরি তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেখানে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কারণ ভর্তির চাপ একটি স্কুলের প্রশাসন সামলাতে পারে না। ফলে নানা ধরনের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এখানে যে হবে না বা হয় না সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। রেগুলেটরি তদারকির ব্যবস্থা থাকলে ভর্তির দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা একা স্কুল কর্তৃপক্ষের না থেকে ছড়িয়ে যায়। সেটা স্কুল প্রধান শিক্ষকের জন্যও ভালো। কিন্তু ভর্তির প্রশ্নে ডিসিদের একক অযাচিত হস্তক্ষেপ কখনই কাম্য হতে পারে না। শুধু ডিসি কেন, সংসদ সদস্যদেরও একক কর্তৃত্ব কাম্য নয়। কারণ এ নিয়ে দুর্নীতির প্রচুর ঘটনা দেশবাসী জানেন। ডিসিদের একক কর্তৃত্বে দুর্নীতি যেমন হয়, তেমনি চলে ঢালাও স্বজনপ্রীতি।

আমরা চাই ভর্তি ও স্কুলের প্রশাসনে ডিসিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। আর ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করবে প্রয়োজনে জেলা বা উপজেলার প্রতিনিধিত্ব চরিত্রের রেগুলেটরি তদারকি কমিটি।

বলা যায়, ২০১০ সালে সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালায় ডিসিদের সভাপতি করা হয়। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তির প্রশ্নে হঠাৎ এই আমলা-প্রীতির অর্থ বোঝা গেল না। গত কয়েক বছরে জেলা পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেলে ডিসিদের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। এতে বিভিন্ন স্থানে অযাচিত জটিলতাও দেখা দিয়েছে, যা পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে হস্তক্ষেপ করতে হয়। আমরা এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির অবসান চাই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতার মধ্যে প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।